মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আজ শুক্রবার রাতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে মেহেরপুর ছাত্রলীগের আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধনের সভাপতিত্বে মহাজনপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ইমাম হোসেন ইমনের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন সদর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি জুলকারনাইন বায়েজিদ, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক, বারাদি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি আল মামুন, মহাজনপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সেক্রেটারি আরিফুল ইসলাম, পিরোজপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাদিকুর রহমান মতিন, আমঝুপি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি মকবুল হোসেন, পৌর ছাত্রলীগের ছাত্রনেতা রাতুল সহ মেহেরপুর জেলা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় প্রধানমন্ত্রীর ৭৭তম জন্মদিন পালিত

দামুড়হুদায় উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে আজ শুক্রবার বিকেলে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু। শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন যুবলীগ নেতা ফজলুর রহমান ফজু।

সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ঢাকাস্থ চুয়াডাঙ্গা জেলা সমিতির

সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা শাহরিয়ার মাহমুদ লল্টু, বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. হামিদুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু, দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার সম্পাদক বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের মহাসচিব মানবাধিকার কর্মী নুর হাকিম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি হাজি সহিদুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. রফিকুল আলম রান্টু, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মমিন মাস্টার, জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব, নাটুদা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করীম, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি কাফি উদ্দীন টুটুল, উপজেলা শ্রমিকলীগের সভাপতি হাজি আব্দুল কাদির, আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাড. ইউনুস আলী।

দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক চুয়াডাঙ্গা জেলা জজকোর্টের এপিপি অ্যাড. আবু তালেবের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম, আব্দুল মালেক ভূইয়া, সরোয়ার সিদ্দিক মামুন, হাফিজুর রহমান, প্রজন্মলীগ নেতা হাসান আল বাখার ডলার, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগের আহবায়ক শাহীন মোল্লা। দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক বুলবুল আহমেদসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একটানা ১৫ বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। এই ১৫ বছরে দেশের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। যার একমাত্র দাবীদার বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। কোন এমপি নয়। পদ্মা সেতু, বঙ্গবন্ধু ট্যানেল, উড়াল সেতু, মেট্রোরেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা সমুদ্র বন্দর আজ দৃশ্যমান। জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নিরলস পরিশ্রমে দেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে। সেই প্রাণপ্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিতর্কিত কাউকে এবার মনোনয়ন দেয়া হবেনা। নেত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করে বক্তারা আরও বলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে এবার খাজিনদার পাল্টাতে হবে। নেত্রীর প্রতি আমাদের একটাই অনুরোধ কোন রাজাকার পরিবারের কাউকে যেন নমিনেশন দেয়া না হয়। একজন পরিচ্ছন্ন, ত্যাগী ও আওয়ামী লীগের পরীক্ষিত ক্লিন ইমেজের ব্যাক্তিকে নমিনেশন দিবেন। ইনশাআল্লাহ, আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হব।

খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে রাজনীতি করছে বিএনপি

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার অনুমতি পেতে আদালতে যাওয়ার সরকারি পরামর্শকে শুরুতে আমলেই নেয়নি বিএনপি। দলটির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা বলেন, খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত রেখে যেভাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছে সেভাবেই তাকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে সরকার। ফলে তারা আদালতে আবেদন নিয়ে যাবেন না। তবে খালেদার চিকিৎসার জন্য বিএনপি আবেদন না জানালেও ঠিকই তার পরিবার এগিয়ে এসেছে।

খালেদা জিয়াকে দেশের বাইরে পাঠাতে সরকারের কাছে আবারও চিঠি দিয়েছেন তার ভাই শামীম ইস্কান্দার। তাদের একবার আবেদন দেওয়া আরেকবার না দিতে চাওয়া উদ্দেশ্যমূলক উল্লেখ করে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, কেউ যদি তার স্বজনের আসলেই ভালো চান, তাহলে যেকোন সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবেন না। আদালতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে বিএনপি আসলে তাদের নেত্রীর অসুস্থতা নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছে।

বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানান, বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে পাঠাতে সরকারের কাছে আবারও চিঠি দিয়েছেন তার ভাই শামীম ইস্কান্দার। তিনি বলেন, ‘বাইরে পাঠানোর জন্য দুই-তিন দিন আগে শামীম ইস্কান্দার সাহেব এসেছিলেন। ওইদিনই বলে দিয়েছি। আমার কাছে চিঠি দিয়েছেন। আইনি জটিলতার কারণে চিঠিটি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। উনি (আইনমন্ত্রী) এখন ব্যাখ্যা দেবেন।’

এর আগে খালেদা জিয়ার মুক্তি ও তাকে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে গিয়েছিলেন তার ভাই-বোনসহ পরিবারের সদস্যরা। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ২০২০ সালের এপ্রিলে এ ঘটনাটিকে সামনে এনে জানিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে খালেদা জিয়ার ভাই শামীম ইস্কান্দার, বোন সেলিমা ইসলাম, বোনের স্বামী রফিকুল ইসলাম দেখা করে মুক্তির আবেদন করেন। তখনও

বিএনপি নেতারা দলটির পক্ষ থেকে চেয়ারপারসেন চিকিৎসার জন্য আইনগত কোনো পদক্ষেপও নেয়নি।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক গত ২৩ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ‘বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসার বিষয়ে মানবিক আবেদন করতে হলে প্রথমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে করতে হবে। পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইন মন্ত্রণালয়ে মতামত চাইতে পারে। খালেদা জিয়া দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার পরও তিনি আজকে মুক্ত ও এভারকেয়ার হাসপাতালে ভালো চিকিৎসা পাচ্ছেন। সেটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে পাচ্ছেন। তারপরও তারা আবেদন করলে দেখা যাবে।’

তখন বিএনপি থেকে জানানো হয়, বেগম জিয়ার ভাই শামীম ইস্কান্দার আবেদন করেছিলেন। ফলে তাদের আর নতুন করে আবেদনের দরকার নেই। এরপরই ২৫ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, ‘ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ (১)-এর ধারার ক্ষমতাবলে শর্তযুক্তভাবে খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত রেখে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সেটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতায়।’

মেহেরপুরে এ্যাড. মিয়াজানের লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরে সরকার উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরে লিফলেট বিতরণ করলেন জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি মনোনয়ন প্রত্যাশী এ্যাড. মিয়াজান আলী।

বৃহস্পতিবার বিকেলে কোর্ট মোড় থেকে লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয় এবং প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী বলেন আজকের দিনটা আমাদের অত্যন্ত পবিত্রের দিন আজ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম দিন

এবং আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার ও জন্মদিন এই জন্মদিনে শেখ হাসিনার উন্নয়ন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের লিফলেট বিতরণ করছি ।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য টনিক বিশ্বাস, আমদহ ইউনিয়নের আওয়ামী যুবলীগের সাবেক সভাপতি মুস্তাকিম আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আব্দুল্লাহ আল মামুন রাসেল, মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সেক্রেটারি ও জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা, বুড়িপোতা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রোমেল মোল্লা, আবুল হায়াত, আক্কাস আলী সহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

ঈদে মিলাদুন্নবী ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের পক্ষ থেকে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে তিনটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের কার্যালয়ে এই দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ঈদে মিলাদুন্নবী ও শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশি আফরোজা পারভীন।

এ সময় দোয়া মাহফিলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সহ পরিবারের সকল নিহত সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয় পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

দীর্ঘায়ু কামনা সহ দেশ ও জাতি এবং বিশ্ব শান্তি কামনা করা হয়। দোয়া মাহফিল শেষে সাধারণ জনগণের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

দোয়া ও মিলাদ মাহফিল শেষে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী আফরোজা পারভীন এর নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ও আলমডাঙ্গায় গণসংযোগ করা হয়। এ সময় তিনি শেখ হাসিনার উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরে লিফলেট বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন ,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন,শাওন, সিফাত,জিরান,সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ সহ নেতাকর্মী বৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে জেলা যুবলীগের মিলাদ ও দোয়া

জাতীয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যৈষ্ঠ কন্যা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের পক্ষ থেকে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের কার্যালয়ে এই মিলাদ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের দলীয় কার্যালয়ে মোনাজাতের মাধ্যমে শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু, হাফিজুর রহমান হাপু, আজাদ আলী, আবু বক্কর সিদ্দিক আরিফ, আলমগীর আজম খোকা।

এসময় উপস্থিত আরও ছিলেন যুবলীগ নেতা পিরু মিয়া, শেখ শাহী, হাসানুল ইসলাম পলেন,কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আল ইমরান শুভ, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রামীম হোসেন সৈকত, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য শেখ রাসেল, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য খালিদ মন্ডল ও দিপু বিশ্বাস।

আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পৌর ৩ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি রানা, সাধারণ সম্পাদক খান জাহান, ৭ নং ওয়ার্ড যুবলীগ সভাপতি আসাদুর জ্জামান আসাদ, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব, শংকর চন্দ্র ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সাধারণ সম্পাদক সেলিম,সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফুজ, পদ্মবিল্লা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি হুমায়ুন কবির বনফুল,সাধারণ সম্পাদক জান্টু, সহ-সভাপতি বিপ্লব হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুমন মেম্বার, মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা ফিরোজ,জাকির, আলোকদিয়া ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা হীরা, মুন্না,বক্কর, আরো উপস্থিত ছিলেন, তানভীর রেজার টুটুল,লোকমান, টিপু,তানজিল,রুবেল, সঞ্জু, সুশান্ত, জুয়েল, সুমন, শ্যামল, ইমরান, মিন্টু, সাহেব, শাকিল, রকি, সিকদার, ইব্রাহিম, রজব, ইসাহাক, লিখন, তুষার, জিনারুল, জনি, রতন, বাচ্চু, লিপ্ছাটন, ছাত্রলীগ নেতা ওয়াসিম, বিপুল, আহমেদ তূর্য, সাব্বির, জিতু, শাহরুখ, মেহেদী পলাশ রসূল, মহাদেব, কবির, তুষার, চঞ্চল, পজিন, জাহিদ, নয়ন মন্ডল, অন্তর, নাঈম, সোহেল, আলী প্রমুখ।

নবজাতক ও ডেঙ্গু রোগীদের পাশে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে শিশু ও ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের মাঝে খাবার ও পোশাক বিতরণ করেছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ।

বৃহস্পতিবার ২৮ সেপ্টেম্বর দুপুরে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীদের উদ্যোগে ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ড বর্ণিল ভাবে সাজানো হয়।

অতঃপর শিশু ওয়ার্ডে নবজাতক ও চিকিৎসাধীন শিশুদের মধ্যে পোশাক এবং খাবার বিতরণ করে নেতাকর্মীরা হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে যেয়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের খোঁজ খবর নেয় ও তাদের মধ্যে ফলমূল বিতরণ করে।

এসময় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোবহান, সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, সহ-সভাপতি সোয়েব রহমান, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক সানোয়ার হোসেন সহ হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য রাহিনুজ্জামান পলেন উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে শহিদুল ইসলাম পেরেশানের গণসংযোগ

শেখ হাসিনা কে আবারো ক্ষমতায় রাখতে ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের গণসংযোগের আয়োজন করা হয়।

আজ বুধবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলা শ্যামপুর আওয়ামী যুবলীগের

উদ্যোগে গণসংযোগের আয়োজন করা হয়।

গণসংযোগে বক্তব্য রাখে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, সদর থানা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সাজেদুর রহমান সাজু সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আতিক স্বপনের সঞ্চালনায় শ্যামপুর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি আবুল হোসেনের সভাপতিত্বে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

সব কিছু নির্ভর করছে আগামী কয়েকটা দিনের মধ্যে—মির্জা ফখরুল

বাংলাদেশ এক ‘ভয়াবহ’ অবস্থায় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

আজ বুধবার (২৭ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিএনপির সাবেক মন্ত্রী ব্রি. জে. (অব.) আ স ম হান্নান শাহর সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনাসভায় তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমরা একটা ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আছি। সেই অবস্থা থেকে বের হতে না পারলে গোটা জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

আজকে এই বিপদ, এই সংকট শুধু বিএনপির নয়। এই সংকট আজকে সমগ্র জাতির। আমরা ভবিষ্যতে স্বাধীন থাকব কি না, আমার স্বাধীনতা থাকবে কি না, আমার সার্বভৌমত্ব থাকবে কি না, আমার দেশ করদ রাজ্যে পরিণত হবে কি না, আমার গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে কি না, আমার প্রতিনিধি আমি নির্বাচিত করতে পারবে কি না- তার সব কিছু নির্ভর

করছে আগামী কয়েকটা দিনের মধ্যে।
ফখরুল বলেন, আমার একটাই কথা … যারা সংগ্রাম করছেন, তাদের আরো বেশি করে শক্তিশালী হয়ে এই আন্দোলনকে, এই সংগ্রামকে রাজপথে বিস্তৃত করে দিয়ে সাধারণ মানুষকে নামিয়ে আনতে হবে।

সাধারণ মানুষকে যখন রাজপথে নামিয়ে আনতে পুরোপুরিভাবে সক্ষম হব, সেদিনই আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত হবে।
মির্জা ফখরুল বলেন, ওরা (ক্ষমতাসীনরা) কতটা রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছে… এখন দল ভাঙার চেষ্টা করে। দল কখন ভাঙতে যায়, যখন সে বোঝে দুর্বল। আজকে তারা (সরকার) আমাদের দলছুট, বহিষ্কৃত লোকজনকে নিয়ে আবার দল তৈরি করে ঝামেলা করতে চায়।

আমরা খুব পরিষ্কারভাবে বলছি, এগুলো করে কোনো লাভ হবে না। মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। মানুষ একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চায় সব দলের অংশগ্রহণে। এর বিকল্প তারা কিছু চায় না।
আন্দোলন দমানো যাবে না উল্লেখ করে ফখরুল বলেন, আমরা রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব আমরা পালন করছি।

আমরা রাস্তায় নেমেছি, প্রায় এক বছর ধরে রাস্তায় নেমেছি, এর মধ্যে আমাদের ২২ জন তরুণ-যুবক নেতার প্রাণ গেছে রাস্তায় পুলিশের গুলিতে, আমাদের নামে অসংখ্য মামলা হয়েছে, আমাদের অসংখ্য নেতাকর্মী জেলে গেছে। তার পরেও আমাদেরকে কখনো দমিয়ে রাখতে পারছে না, পারবেও না। এখন আমাদের রোড মার্চ হচ্ছে, এতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ হচ্ছে কি না আপনারা দেখেন। আমি নিজে একটা রোড মার্চে ছিলাম বগুড়া থেকে রাজশাহীতে… রাস্তার দুই ধারে অগণিত পুরুষ-মহিলা-নারী-শিশু, স্কুলের ছেলে-মেয়েরা স্কুল থেকে বেরিয়ে আসছে… তারা এই রোড মার্চকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং এই সরকারের পতন চাচ্ছে।
সরকারের সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল বলেন, ওরা দেশকে ভয়াবহ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। আলজাজিরা মিডিয়ার করেসপডেন্ট, তার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল কয়েক দিন আগে। তিনি বলছেন যে আমি তো এখানে আছি, আসছি …কোনো দিন ভাবিনি যে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাব। এখন চিন্তা করতে শুরু করেছি যে বাংলাদেশে থাকব না। কেন?

তিনি বলেন, আমাদের বহু বুদ্ধিজীবী এখন টেলিভিশনের টক শোতে আসেন না। কারণ কী? তাদের ভয় দেখানো হয় যে আপনারা যদি গিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তাহলে আপনাদের বিপদ হবে। বিপদের মধ্যে যে

সবচেয়ে টাচি জায়গায় আঘাত করবে তারা। ছেলে-মেয়েরা যদি স্কুল-কলেজে পড়ে তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, হুমকি দেওয়া হয় অদৃশ্য জায়গা থেকে… এই রাষ্ট্রে আমরা বাস করছি। আজকে দুর্ভাগ্যজনক হলো- আমরা যারা স্বাধীনতাযুদ্ধে জড়িত ছিলাম আমরা এটা ভাবতেও পারি না যে আমাদেরকে এখন গার্ডেডওয়েতে কথা বলতে হবে, আমাদের ভাবতে হয়- এখন কোথায় যাব, না যাব, কার বিয়েতে যাব, অনুষ্ঠানে যাব কি যাব না… এই বিষয়গুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি গাজীপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ফজলুল হক মিলনের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব মজিবুর রহমানের সঞ্চালনায় আলোচনাসভায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক বেনজির আহমেদ টিটু, শ্রমবিষয়ক সহসম্পাদক হুমায়ুন কবির খান, কৃষক দলের সহসভাপতি ওমর ফারুক শাফিন, প্রয়াত আ স ম হান্নান শাহর ছেলে জেলা সাধারণ সম্পাদক শাহ রিয়াজুল হান্নান, স্থানীয় নেতা খন্দকার আজিজুর রহমান পেরা, সাংবাদিক রাশেদুল হক বক্তব্য দেন।

সূত্র: কালের কণ্ঠ অনলাইন

নানামুখী চ্যালেঞ্জে জয়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মুক্তিযুদ্ধের পর মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে বলেছিল ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’। সেই বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে উদীয়মান অর্থনীতির রোল মডেল। যাঁর নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশের এই বিস্ময়কর উত্থান, তিনি বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার পথচলার এ দীর্ঘ সময় কখনোই সহজ ছিল না। ২১ বার তাঁকে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে স্বাধীনতাবিরোধীরা। তাছাড়া নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে শক্ত হাতে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে আজও বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা।

১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর দেশে ফেরাই ছিল শেখ হাসিনার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তৎকালীন স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমান শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরতে বাধা দেয়। ফলে রাজনৈতিক আশ্রয়ে বাধ্য হয়ে ভারতে অবস্থান করেন শেখ হাসিনা। কিন্তু বাংলার মানুষের ভালোবাসায় তৈরি হয়েছে শেখ হাসিনার সাহসের পাটাতন। পরবর্তীতে সামরিক সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি ফিরে আসেন স্বদেশে। মুখোমুখি হন স্বৈরাশসকের।

১৯৭৭ সালে ভারত সফরের সময় জিয়াউর রহমান শেখ হাসিনাকে ভারতে আশ্রয় না দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন তৎকালীন ভারত সরকারকে। ভারতের প্রভাবশালী দৈনিক ইন্ডিয়ান টাইমসে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সে সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭৫-৮১ ছয় বছর বিদেশে নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে অবশেষে ১৯৮১ সালের ১৭ মে সকল রক্তচক্ষুকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন। শুরু করেন বাংলার মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার আন্দোলন।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল আওয়ামী লীগ। অনেকেই আওয়ামী লীগ ছেড়ে মোশতাকের মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছিল সে সময়। সারাদেশে স্বৈরশাসক জিয়ার অত্যাচার নিপীড়নে ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছিল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। সে অবস্থা থেকে দলের পুনর্গঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন শেখ হাসিনা। কয়েক বছরের মধ্যেই শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আবার ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শুরু হয় আওয়ামী লীগের পুনর্জাগরণ।

সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের পতনের পর শুরু হয় স্বৈরশাসক এরশাদের শাসনামল, চলে ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। স্বৈরাশাসক হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ এসময় দেশের গণতন্ত্রের টুটি চেপে ধরে, পূর্ববর্তী সেনাশাসক জিয়ার মতই একচেটিয়া শাসনব্যবস্থায় দেশ পরিচালনা করতে থাকে। কিন্তু শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের মানুষকে সাথে নিয়ে তীব্র আন্দোলনের মুখে পিছু হটতে শুরু করে এরশাদ। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নানামুখী আন্দোলনের মুখে পতন ঘটে স্বৈরাচার এরশাদের শাসনব্যবস্থা। পুনরুদ্ধার হয় গণতন্ত্রের। এজন্যই তাঁকে বলা হয় ‘গণতন্ত্রের মানসকন্যা’।

বাংলাদেশ জঙ্গিবাদের উত্থানের আলামত প্রথম স্পষ্ট হয় ১৯৯২ সালে বিএনপি শাসনামলে। সে সময় বিএনপি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলবাদী জঙ্গিরা ‘আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান’ স্লোগান তুলেছিল।

শুধু তাই নয়, বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সময়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট শেখ হাসিনা এবং আওয়ামীলীগ নেতাদের হত্যার উদ্দেশ্যে জঙ্গীদের দিয়ে গ্রেনেড হামলা করা হয়েছিল। সারাদেশে একযোগে ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সিরিজ বোমা হামলা করে মানুষ হত্যা করা হয়েছিল। ২০০৮ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে জঙ্গীবাদের সকল আস্ফালন বন্ধ করে দেন। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে জঙ্গীদের বিচারের আওতায় আনেন। গ্রেনেড হামলা, সিরিজ বোমা হামলায় জড়িত সকলের দৃষ্টান্তমূলক বিচার করেন। ২০১৬ সালের ১ জুলাই হলি আর্টিজানে আকস্মিক হামলার পরে শেখ হাসিনা জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সর্বস্তরের মানুষ শেখ হাসিনার এ পদক্ষেপে সহযোগিতা করেন। ফলাফল সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ দমনে বাংলাদেশ এখন সারাবিশ্বে এক রোল মডেল ।

২০০১-২০০৬ বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সময় দেশের প্রশাসনিক কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। ২০০৮ সালে নবগঠিত আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাতের লক্ষ্যে দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পরিকল্পিতভাবে তৎকালীন কিছু বিপথগামী বিডিয়ার সদস্যরা বিদ্রোহ ঘটানোর সঙ্গে জড়িত ছিল। শেখ হাসিনা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সে বিদ্রোহ দমন করেন। বিচক্ষণতার সাথে বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে প্রথমে শান্তি আলোচনার উদ্যোগ নেন, তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে বিদ্রোহের প্রকৃত সত্য উন্মোচন করেন এবং বিদ্রোহে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনেন। ভবিষ্যতে বিডিআর কর্তৃক এ ধরনের ঘটনা যেন দেশকে বিপদের মুখে ফেলতে না পারে এবং বিডিয়ার বাহিনী যেন কলঙ্কিত না হয়, সেজন্য নতুন আইন প্রণয়ন করেন শেখ হাসিনা সরকার। বিডিয়ারের নাম পরিবর্তন করে বিজিবিতে (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) উন্নীত করেন। বিজিবি’র সার্বিক কল্যাণে বিজিবি কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন এবং ‘সীমান্ত ব্যাংক’ প্রতিষ্ঠা করেন। বিজিবিতে নতুন ৪টি সেক্টর ও ১৭টি ব্যাটেলিয়ন তৈরি করেন। সর্বনিম্ন পদ থেকে সুবেদার মেজর পর্যন্ত সদস্যদের সীমান্ত ভাতা প্রদান, অগ্রিম বেতনসহ দু’মাসের ছুটি ভোগের সুবিধা, রেশন, চিকিৎসা ও আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি করেন।

বাংলার হাজার বছরের সম্প্রীতির সংস্কৃতি ধ্বংস করতে ৭৫ সালের পর থেকেই চলছে পরিকল্পিত চক্রান্ত এবং আঘাত। নানা সময়ে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করেছে সাম্প্রদায়িক অপগোষ্ঠী। রামু, নাসিরনগর, কুমিল্লা, রংপুরের সাম্প্রদায়িক আস্ফালন এর প্রকৃত উদাহরণ। কিন্তু শেখ

হাসিনা শক্তহাতে এ সাম্প্রদায়িক আস্ফালন বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীসহ সর্বস্তরের সর্বধর্মের মানুষের সহায়তায় সাম্প্রদায়িকতা বন্ধের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। প্রতিটি ঘটনায় দোষীদের বিচারের আওতায় এনে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ গড়ার কাজ করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে।

শুধু তাই নয়, করোনার কারণে বিশ্ব অর্থনীতি যখন ধুঁকছিল, তখনও বাংলাদেশ রেকর্ড ৫ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। প্রয়োজনীয় সময়ে লকডাউন ঘোষণা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, টিকা আমদানি ও তা সঠিকভাবে প্রয়োগ, করোনা যুদ্ধে ফ্রন্টলাইন যোদ্ধাদের জন্য পিপিই-মাস্কসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী নিশ্চিত করা; টেস্টিং কিট আমদানি, দেশের বিভিন্ন স্থানে ল্যাব স্থাপন, স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শের জন্য ৩টি হটলাইন (১৬২৬৩; ৩৩৩ ও ১০৬৫৫) চালুসহ প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপই সঠিক সময়ে গ্রহণ করেছিলেন শেখ হাসিনা। তাঁর গৃহীত বাস্তবসম্মত নানা পদেক্ষপের কারণেই বাংলাদেশ করোনা মোকাবিলায় বিশ্বে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বর্তমানে ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, ৪২৩টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, ৬৬টি ত্রাণ গুদাম, ২৬৯২ কি.মি. মাটির রাস্তা এইচবিবিকরণ, ৬৪৯১টি সেতু/কালভার্ট এবং ৫৫০টি মুজিব কিল্লা সংস্কার ও নির্মাণ করা হয়েছে ।

আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ দক্ষতার সাথে সামলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশের বিরোধ ছিল। শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে কোনরকম রক্তপাত ছাড়াই সমুদ্রসীমা বিরোধ সমাধান করেন। একই সাথে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ কিলোমিটার সমুদ্রসীমার ওপর সার্বভৌম অধিকার ছিনিয়ে আনেন। যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। চীন ও ভারতের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থাকলেও শেখ হাসিনা অত্যন্ত চমৎকারভাবে দুই দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, জাপানসহ বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলোর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু এখন ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল। শেখ হাসিনার কূটনৈতিক সফলতায় বাংলাদেশ এখন ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব যখন নিষেধাজ্ঞাসহ দেশের সংবিধান পরিপন্থী নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার পাঁয়তারা করছে, শেখ হাসিনা তখন দেশের সংবিধান

অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা করার দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করে যাচ্ছেন। কোন অবস্থাতেই পশ্চিমা বিশ্ব শেখ হাসিনার এই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অবস্থান থেকে টলাতে পারছে না। ফলে ভূ-রাজনীতির সমীকরণে শেখ হাসিনাকে বিগ ফেক্টর হিসেবে গণ্য করছে বিশ্বনেতারা।